যায়যায়দিন

তারিখ 24 JAN 2010
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৮

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ

জমজমাট বাণিজ্য বন্ধ করুন

একটি দেশের শিক্ষার প্রথম সোপান হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা যতো টেকসই হবে, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীর ভিত ততো মজবুত হবে। আর এ ব্যবস্থায় যদি গলদ থাকে তাহলে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা শেষ করে একজন শিক্ষার্থী হয়তো হাইস্কুলে যাবে, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা নড়বড়ে হওয়ায় অচিরেই তার ঝরে পড়ার সম্ভাবনা থাকবে। আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষা অর্জন এবং ২০২০ সাল নাগাদ শতভাগ শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরিকল্পে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে স্বাভাবিকভাবেই স্বচ্ছতা বজায় রাখতে চায়, প্রকৃত মেধাবীরা যাতে এখানে শিক্ষক হিসেবে আসতে পারে। কিন্তু এই অধিদপ্তরের আন্তরিকতা সত্ত্বেও জেলা-উপজেলা শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তা থেকে শুরু করে পিয়ন পর্যন্ত সবাই জড়িয়ে পড়েছে শিক্ষক নিয়োগ বাণিজ্যে। ফলে প্রকৃত মেধাবীরা লিখিত পরীক্ষায় ৮০ মার্কসের মধ্যে খুব ভালো রেজাল্ট করেও ভাইভা ২০ মার্কসের ক্ষেত্রে অনেক কম পেয়ে বাদ পড়ে যাচ্ছে এবং ভাইভার ২০ মার্কসের মধ্যেই লুকিয়ে আছে শিক্ষক নিয়োগের জমজমাট বাণিজ্য।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার, জেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী উপজেলা ও জেলা শিক্ষা অফিসার এবং এ দুই অফিসের পিয়ন, আর্দালি, চাপরাশি, করণিকসহ এমন কোনো ব্যক্তি নেই, যারা প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে না। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, ক্ষমতাসীন দলের নেতা-এমপির সুপারিশও এই বাণিজ্যের কাছে মার খেয়ে যায়। ৫০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা দিতে না পারলে প্রার্থী যতো প্রভাবশালী হোক না কেন, কাজ হবে না। কাজ হয় না এ কারণেই, যারা এসব টাকা নেয় তারা আরো বেশি প্রভাবশালী। এতে দেখা যায়, 'আমার একটি গরু আছে'- এই ট্রান্সলেশন যে করতে পারে না, মামা-দুলাভাই-নেতা-টাকার জোরে সে হয়ে যায় প্রাথমিক শিক্ষক। বলাবাহুল্য এ ঘটনা অহরহই ঘটছে। যার ফলে সরকারের কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষায় কোনো উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাবে কীভাবে, যেখানে শিক্ষকেরই কোনো উন্নতি নেই।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসারের (এটিও) ঘুষ বাণিজ্য নাকি সবচেয়ে প্রবল। আমরা সব এটিওর কথা বলছি না। একজন শিক্ষক ছুটির দরখাস্ত করলে তার সঙ্গে এটিওর হাতে গুঁজে দিতে হয় দুটি একশ' টাকার নোট, ম্যাটারনিটি লিভে গেলে আরো বেশি, ট্রান্সফারের জন্য তা হাজার পাঁচেকের কোটায় গিয়ে পৌঁছায়। মূলত এটিও সাহেবদের মাধ্যমেই প্রাথমিক শিক্ষকপ্রার্থীরা নিয়োগের প্রাথমিক কথাবার্তা চালান এবং তিনি পথ বাতলে দেন কতো দিতে হবে, কার কাছে যেতে হবে, কোথায় কতো খরচ করতে হবে।

আমরা শিক্ষা বিভাগের দুর্নীতি রোধে এর আগেও সম্পাদকীয় লিখেছি। শিক্ষক নিয়োগে জমজমাট বাণিজ্যের খবরে আবারো লিখতে হলো। আমাদের একটাই কথা, যেখান থেকে ছাত্রছাত্রীরা নৈতিক শিক্ষা পাবে, সেখানেই যদি অনৈতিকতার ছড়াছড়ি থাকে তাহলে ওইসব ছাত্রছাত্রী পাস করে বেরিয়ে নিজেরাই জড়িয়ে পড়বে দুর্নীতিতে। আমাদের নতুন প্রজন্ম যাতে দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হতে না পারে, সে জন্য সবার আগে শিক্ষা বিভাগের দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং তা রোধে জিহাদ ঘোষণা করা উচিত।

যেখান থেকে ছাত্রছাত্রীরা নৈতিক শিক্ষা পাবে, সেখানেই যদি অনৈতিকতার ছড়াছড়ি থাকে তাহলে ওইসব ছাত্রছাত্রী পাস করে বেরিয়ে নিজেরাই জড়িয়ে পড়বে দুর্নীতিতে। আমাদের নতুন প্রজন্ম যাতে দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হতে না পারে, সে জন্য সবার আগে শিক্ষা বিভাগের দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং তা রোধে জিহাদ ঘোষণা করা উচিত।